মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট

কার্যালয়ঃ আলমপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট -৩১০০

স্মারক নং ঃ ডি ও নংঃ সিশিবো/বিদ্যা/বিবিধ/২০১১/০২ তারিখ ০১/০১/২০১২ খ্রিঃ

মোঃ আব্দুল মান্নান খান
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
সিলেট
ফোনঃ-০৮২১-৮৪১৩৩৪

প্রিয় সহকর্মী,

খ্রিষ্টীয় নববর্ষের শুভেচ্ছা নিন । আশা করি ভাল আছেন । মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে শিক্ষকতার মহান ব্রতে আমরা নিয়োজিত আছি । আমাদের অনবদ্য ও আন্তরিক ভূমিকাই শিক্ষাকার্যক্রমকে সফল করে তুলতে পারে । আপনাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার কারণে ২০১১ সালের এস এস সি পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জনে সিলেট শিক্ষাবোর্ড সক্ষম হয়েছে। শুধু ফলাফলের ক্ষেত্রে নয় ,আপনাদের সহযোগিতায় সুষ্ঠ অফিস ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও আমরা অনেক অগ্রসর হয়েছি এবং আরো অনেক কিছু করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । বিশ্বায়নের এ যুগে শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষক সমাজকে আরো বেশী তৎপর ও যুগোপযোগী কার্যক্রম গ্রহণের সাদর আহ্বান জানিয়ে নিম্নোক্ত বিষয়ে আপনাদের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

১. পাঠদান কার্যক্রম সফল করার জন্য একাডেমিক ক্যালেন্ডারের (বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা) গুরুত্ব অপরিসীম । আপনি যদি এখনও একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন না করে থাকেন তাহলে তা প্রণয়ন করে ৩১ জানুয়ারীর মধ্যে একটি কপি বোর্ডে পাঠিয়ে দেন । একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রতিটি কার্য যথা সময়ে সম্পাদনে সচেষ্ট হোন।

২. সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী ২০১২সালের ১লা জানুয়ারী রবিবার থেকে ক্লাশ শুরুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করুন । উল্লেখ্য, মাধ্যমিক পর্যায়ে (৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণী) শিক্ষাবর্ষ ১লা জানুয়ারী হতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ।

৩. নিয়মিত ক্লাশ টেষ্ট ,সাপ্তাহিক পরীক্ষা, টিউটোরিয়াল ও মডেল টেষ্ট গ্রহণের ব্যবস্থা নিন।

৪. আপনার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক -কর্মচারীর পদ শূন্য থাকলে বিধি মোতাবেক অবিলম্বে তা পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

৫. প্রতিটি ক্লাশে দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিত করুন এবং তাদের মানোন্নয়নের জন্য বিশেষ যত্ন নিন।

৬. পাঠদান কার্যক্রমের সফলতার লক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তুলুন এবং এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নিয়মিত অভিভাবক সমাবেশের ব্যবস্থা নিন।

৭. পরিদর্শন কালে দেখা যায় অনেক প্রতিষ্ঠানেই পাঠদান কার্যক্রম যথাসময়ে শুরু হয় না এবং শিক্ষকদের অনেকেই বিলম্বে প্রতিষ্ঠানে আসেন এবং অনেক শিক্ষক ছুটি মঞ্জুর ছাড়াই অনুপস্থিত থাকেন যা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় ।

৮. অনেক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানাগার ,কম্পিউটার ল্যাব ইত্যাদি যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয় না । এর ফলে ব্যবহারিক ক্লাশ থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত থাকে । এ জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকেরা যাতে নিয়মিত ব্যবহারিক ক্লাশ নেন তা নিশ্চিত করুন ।

৯. পাঠদানে শিক্ষকরা যাতে পাঠ-পরিকল্পনা ও যথাযথ শিক্ষাপোকরন ব্যবহার করেন সে দিকে বিশেষ নজর দিন ।

১০. আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতির শর্তানুযায়ী নিবন্ধিত শিক্ষার্থীদর ন্যূনতম ৭৫% শিক্ষার্থীকে চূড়ান্ত এস এস সি পরীক্ষায় প্রেরণ বাধ্যতামূলক । উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নপূর্বক শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে সচেষ্ট হোন।

১১. বিধি মোতাবেক জে এস সি পরীক্ষায় শতভাগ শিক্ষার্থী প্রেরণ করতে হবে।

১২. যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী ভার্সনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি নেই তাদের শিক্ষার্থীরা জে এস সি ও এস এস সি পর্যায়ে ইংরেজী ভার্সনের পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না।

১৩. রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম পরিচালনায় কোন কার্যক্রমে ভুলভ্রান্তি দেখা দিলে (নাম ,পিতার নাম, মাতার নাম, জন্ম তারিখ ইত্যাদি) সংশোধনের জন্য শিক্ষার্থীকে বোর্ডে প্রেরণ করবেন না এবং উক্ত কার্যক্রম সংশোধনের দায়িত্ব যিনি যাচাই বাচাই করে চূড়ান্ত স্বাক্ষর করবেন অবশ্যই তাকে বহন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অভিভাবক বা শিক্ষার্থীকে উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য বোর্ডে প্রেরণ করা যাবে না।

(অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

১৪. শিক্ষা বোর্ড হতে রেজিস্ট্রেশন কার্ড গ্রহণের পর বিধি মোতাবেক রেজিঃ কার্যক্রম সম্পন্ন করে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন কার্ড প্রতিষ্ঠানে রাখা যাবে না এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে রাখার ফলে পরবর্তীতে কোন ভুলভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে প্রতিষ্ঠানকে তা সংশোধনের দায়িত্ব নিতে হবে।

১৫. প্রিয় সহকর্মী ,আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নত দেশগুলোর সমপর্যায় উন্নীত করার জন্য সৃজণশীল প্রশ্ন পদ্ধতি ইতিমধ্যে চালু হয়েছে এবং ২০১০ সালের এসএসসি পরীক্ষা হতে তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে । সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাই যাতে প্রণয়ন করেন সে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং এদতসংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র (স্মারক নং -শিম/শাঃ১১/বিবিধ -৬(সেসিপ)/২০০৪(অংশ -১)১১৪৮,তারিখ -২২/১১/২০০৯খ্রীঃ) যথাযথভাবে অনুসরণ করুন ।

১৬. যে সব প্রতিষ্ঠানে কৃষি শিক্ষা বিষয় চালু আছে সে সব বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক ক্লাশে ব্যবহারের জন্য বিদ্যালয় এলাকায় মিনি খামার প্রতিষ্ঠা করুন । আপনার প্রতিষ্ঠানে পুকুর থাকলে তাতে মাছের চাষ করুন ।

১৭. প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য মডেল বা "Light house" । তাই প্রতিষ্ঠানটি এমনভাবে পরিচালিত করুন যাতে এটি একটি মডেল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠে এবং সকলের নিকট অনুকরনীয় হয়ে উঠে।

১৮. নথিপত্রের সুষ্ঠু ব্যবহারে যত্নবান হোন। ভর্তি রেজিষ্টার, ফলাফল রেজিষ্টার, পরিদর্শন রেজিষ্টার, দাতা রেজিষ্টার, ছাড়পত্র রেজিষ্টার প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির রেজুলেশন রেজিষ্টারসহ সকল রেজিষ্টার উত্তমরূপে বাধাই করুন এবং নিরাপদ স্থানে রাখুন । উল্লেখ্য যে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে উল্লিখিত বহিগুলো কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে হাল নাগাদ পাওয়া যায় না। যা মোটেই বিধিসম্মত নয়।

১৯. প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে আর্থিক হিসাব প্রতি মাসে অন্তত একবার অভ্যন্তরীন অডিট কমিটি কর্তৃক নিরীক্ষার বিধান থাকলেও অনেক প্রতিষ্ঠান তা না করে সম্পূর্ণ বৎসরের আর্থিক হিসাব একসাথে অডিট করে থাকেন যা মোটেই বিধি সম্মত নয় । প্রতিমাসে আর্থিক হিসাবসমূহের অডিট সম্পন্ন করতঃ ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনসহ নিয়মিতভাবে বোর্ডে প্রেরণ করুন ।

২০. প্রতিষ্ঠান প্রধান অনিয়মিত কোন শিক্ষার্থীর ছাড়পত্রের আবেদনে এবং সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও পাশাপাশি একই উপজেলায় অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে গমনেচ্ছু শিক্ষার্থীর ছাড়পত্রের আবেদনে সুপারিশ করবেন না । উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। (প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষার পর ছাড়পত্রের জন্য সুপারিশ না করাই বাঞ্ছনীয়)।

২১. চাহিদাপত্র ও প্রিন্ট আউট এ তথ্য নেই এমন কোন শিক্ষার্থীকে রেজিস্ট্রেশন করানোর জন্য আবেদন করবেন না এবং শিক্ষার্থীর আবেদনে সুপারিশ করে বোর্ডে প্রেরণ করবেন না ।

২২. আগামী ২০১২ সালের জে এস সি এবং ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষ হতে এস এস সি তে অন লাইনে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম কার্যকর হবে বিধায় তা যথাযথভাবে পালনে সচেষ্ট হোন।

২৩. বিদ্যালয় শাখার সকল তথ্যাদি বোর্ডের ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে। কোন পত্রের আশায় বসে না থেকে তা বোর্ডের ওয়েব সাইট থেকে ডাউন লোড করে সংগ্রহ করুন। প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম বিধি মোতাবেক পরিচালনা করুন।

২৪. বিদ্যালয় শাখার সকল প্রকার ফরম (হালনাগাদ) বোর্ডের ওয়েব সাইটে দেয়া আছে। তা সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করুন। কোন প্রকার ফরমের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখায় আসার প্রয়োজন নেই।

২৫. শ্রেণীকক্ষে শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক জারিকৃত আদেশ পরিপত্র অনুসরণ করুন।

২৬. অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার আবেদনপত্রে / অগ্রায়নপত্রে অবশ্যই ব্যাংকের নাম ড্রাফট নম্বর ও তারিখ উল্লেখ করুন এবং ড্রাফট / পে অর্ডারের অপর পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠান প্রদানের স্বাক্ষর ও সীল দিন।

২৭. ফরোওয়ার্ডিং ও স্মারক নম্বর ছাড়া কোন পত্রাদি বোর্ডে প্রেরণ করবেন না।

২৮. টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্যের পর কোন শিক্ষার্থীকে ছাড়পত্রের জন্য বোর্ডে প্রেরণ করবেন না।

২৯. ঝরে পড়ার হার পর্যায়ক্রমে শূন্যে নামিয়ে আনতে বোর্ডকে সহযোগিতা করুন।

৩০. স্কাউট ফি, রেড ক্রিসেন্ট ফিসহ সকল প্রকার ফি বিধি মোতাবক পরিশোধ করুন।

৩১. রেজিস্ট্রেশনের সময় খাতওয়ারী পৃথক পৃথকভাবে টাকার পরিমান উল্লেখ করে বিবরনীসহ সংশ্লিষ্ট শাখায় জমা দিন।

৩২. আপনার প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ ও কম্পিউটার আছে কিনা এবং মানবিক বিভাগ ছাড়া কি কি বিভাগ চালু আছে তা আগামী ৩১/০১/২০১২ তারিখের মধ্যে শিক্ষা বোর্ডে প্রেরণ করুন।

(অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৩৩. একবার এস এস সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে যারা ১ থেকে ৪ বিষয় পর্যন্ত (৪০০ নম্বরের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ন) অনুত্তীর্ন হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালন করুন এবং পাবলিক পরীক্ষার পূর্বে প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা এবং নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শিম/শাঃ১১/১৬-১০ (সংস্কার)/২০০৭/১৮৭৫ তারিখ ০৬/১০/২০০৮ অনুসরণের জন্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

৩৪. অত্র ডিও পত্রটি ম্যানেজিং কমিটিসহ শিক্ষক শিক্ষিকাদের অবহিত করুন এবং অবহিতকরনপূর্বক তাদের স্বাক্ষরসহ একটি কপি আগামী ৩১/০১/২০১২ তারিখের মধ্যে বোর্ডে প্রেরণ করুন।

৩৫. এস এস সি ও জে এস সি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি বোর্ডের ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে।

৩৬. যদি আপনার প্রতিষ্ঠানে বয়েস স্কাউট /গার্লস গাইড দল না থাকে তাহলে উক্ত দল/ দলসমূহ গঠন করে আগামী ৩১/০১/২০১১ তারিখের মধ্যে বোর্ডকে অবহিত করুন। (বালিকা বিদ্যালয় হলে গার্লস গাইড হবে)।

উপরোক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে ও শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নে এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগে সকলকে একযোগে কাজ করার জন্য বিনীতভাবে আহ্বান জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস উপরোক্ত নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পালন করতে পারলে প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে।

পরিশেষে উপরোক্ত নির্দেশনাবলী বাস্তবায়নে আপনার আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে,

০৯/০১/২০১২

(মোঃ আব্দুল মান্নান খান)
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
সিলেট।
ফোনঃ-০৮২১-৮৪১৩৩৪